বিশ্ব নাট্যদিবস-২০১৫

আন্তর্জাতিক বাণী

ক্রিস্তফ্ ওয়ারলিকাস্কি

সার্থক নাট্যকাররূপে তাঁদেরকেই অতি সহজে শনাক্ত করা যায় যাঁরা মঞ্চের সরাসরি প্রভাব থেকে নিজেদের উন্মুক্ত রাখতে পেরেছেন। নাটকের প্রতি তাঁদের সার্বিক আকর্ষণ কখনই প্রথাসিদ্ধ অনুকরণ এবং অতিব্যবহৃত ধারণা সৃজনের যান্ত্রিক মাধ্যম রূপে নয়। তাঁরা অনুসন্ধান করেন হৃৎস্পন্দনের উৎস, জীবনের স্রোত, যে স্পন্দন ও জীবনস্রোত মঞ্চাভিনয় কক্ষ ও লোকারণ্য এড়িয়ে কোনো এক নির্দিষ্ট বিশ্ব অথবা অন্য কোনো বিশ্বকে অনুকরণের প্রয়াসে আকৃষ্ট হয়। আমরা বিশ্ব সৃষ্টি করি না বরং একাধিক বিশ্বের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করি যার মূল উদ্দেশ্য কিংবা বলা যায় প্রধান উপজীব্য দর্শকের সাথে বিতর্ক, তাদের অন্তর্গত আবেগানুভূতির সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি। সত্যিকার অর্থে নাটকের চেয়ে সফল উপায়ে আর কোনো মাধ্যমই সুপ্ত আবেগকে উন্মোচিত করতে পারে না।

পরামর্শক রূপে আমি প্রায়ই গদ্যরচনার আশ্রয় নেই। প্রতিদিনই আমি এই চিন্তায় আক্রান্ত হই সেইসব লেখক নিয়ে যাঁরা একশ' বছর আগে যথেষ্ট সংযমী হয়েই ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকদর্শীদের ক্ষয়িষ্ণুতার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যে ক্রান্তিকাল আমাদের সভ্যতাকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে এবং এই মুহূর্তেও তা পুনঃপ্রজ্বলিত হবার অপেক্ষায়। আমি ফ্রান্জ কাফকা, টমাস মান এবং মার্সেল প্রুস্ত-এর কথা স্মরণ করছি। আজ এই দূরদর্শী ব্যক্তিদের সারিতে জন ম্যাক্সওয়েল কোয়েতজি-কেও আমি শামিল করতে চাই।

বিশ্বের প্রান্তিকতা নিয়ে তাঁদের সাধারণ জ্ঞান– আমি এই গ্রহের কথা বলছি না বরং মানবজাতির পারস্পরিক সম্পর্কের রূপরেখার কথা বলছি– সামাজিক বিন্যাস এবং তার টানাপড়েন নিয়ে তাঁদের ভাবনা আমাদের জন্য ঠিক এই মুহূর্তেও সূক্ষ্ম ও মর্মভেদীরূপে সাম্প্রতিক। আমরা যারা বেঁচে আছি সেই প্রান্তিক বিশ্বের পরও, বেঁচি আছি অপরাধ ও সংঘাতে নিমজ্জিত হয়ে যা আকস্মিক প্রজ্বলিত হয় নতুন নতুন স্থানে এবং দ্রুততম সময়ে, যার অনুসরণ সর্বব্যাপী গণমাধ্যমের পক্ষেও সম্ভব নয়– তাদের জন্য ওই ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য। এইসব সংবাদ সত্বরই একঘেয়ে হয়ে যায় আর সংবাদপত্রের পাতা থেকে সময়ে উধাও হয়– আর কখনও ফিরে আসে না। ফলে আমরা হয়ে পড়ি অসহায়, আতঙ্কগ্রস্ত এবং দ্বিধাবিভক্ত। আমরা সাফল্যের স্তম্ভ নির্মাণ করতে অক্ষম। আর ঔদ্ধত্যের সাথে যে দেয়াল প্রস্তুত করি তা কোনোকিছু থেকেই আমাদের প্রতিরক্ষা করতে পারে না। বরং সেই দেয়ালটিকে যত্নে টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় আমাদের বিপুল পরিমাণ প্রাণশক্তি ক্ষয় হতে থাকে। ফটকের কিংবা দেয়ালের বাইরে কী অপেক্ষা করছে তা একনজর দেখার মতোও কোনো উদ্দীপনা আর বেঁচে থাকে না। আর এ কারণেই নাটককে জীবিত থাকতে হবে এবং ঠিক ওই অবস্থান থেকেই এর শক্তিমত্তাকে উদ্ধার করতে হবে। উঁকি দিতে হবে সেই গভীরে যেখানে দৃষ্টি দেয়া নিষেধ।

"পুরাণ সেই কথারই ব্যাখ্যা দিতে চায় যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ এর অবস্থান সত্যের উপর, এর সমাপ্তি নিশ্চিতভাবে অব্যাখ্যেয়"– এভাবেই কাফকা প্রমিথিউস-পুরাণের বিশ্লেষণ দিয়েছেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নাটককেও এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা উচিত। আমি সেই নাটকের কথা বলছি যার প্রেরণা সত্য আশ্রয়ে এবং যার পরিসমাপ্তি থাকে অব্যাখ্যাত। আমি মনে করি বিষয়টি শিল্পকর্মে জড়িত নাট্যকর্মী– মঞ্চই হোক কিংবা দর্শক– সকলের জন্যেই সমভাবে প্রযোজ্য। এটি আমার হৃদয়ের গভীরের একান্ত অনুভূতি।

অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুস সেলিম